তারিখ 19 MAY 2013
পৃষ্ঠা 2

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষকদের জন্য চালু হচ্ছে অর্জিত ছুটি ॥ ৩০ হাজার স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছুটি কমিয়ে দেয়া হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসাবে খ্যাত দেশের প্রায় ৩০ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ছুটির পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য চালু হচ্ছে অর্জিত ছুটি। বছরে বায়ান্নটি সাপ্তাহিক ছুটি বাদে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত কলেজে ৭৮ এবং স্কুলে ৮৫ দিন ছুটি রয়েছে। এসব ছুটির মধ্যে যেগুলো ছোটখাটো বা তুচ্ছ বলে গণ্য তা কাট বা ঐচ্ছিক করা হবে। তবে কোন্ কোন্ ছুটি কাট বা ঐচ্ছিক হবে এবং বছরে কতদিন ছুটি কমানো হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এদিকে ছুটি কমানো এবং শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি চালুর ব্যাপারে কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষকদের জন্য চালু হচ্ছে

(প্রথম পাতার পর)

মন্ত্রণালয়ে স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে কলেজ শিক্ষকদের যুক্তিপাল্টাযুক্তি হয়েছে।

শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক যৌথ সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি কমানো এবং শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি চালুর ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি কমিয়ে শিক্ষকদের জন্য অর্জিত ছুটি চালুর বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী কলেজ শিক্ষকরা একমত হন। স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা একমত না হয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যেহেতু বছরে [illegible] অর্জিত ছুটি পান সেহেতু বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতিসহ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন অর্জিত ছুটি দাবি করে আসছেন। কিন্তু এই অর্জিত ছুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিতে চায় একটু অন্যভাবে। তা হলো কিছু ছুটি বাতিল বা ঐচ্ছিক করে ঐসব কর্মদিনে শিক্ষকরা কাজ করলে অর্জিত ছুটি পাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাক্ট আওয়ার বাড়াতে হবে। এই উদ্যোগে শিক্ষকরা সাড়া দিলে অর্জিত ছুটি চালু হতে পারে।

বর্তমানে স্কুল-কলেজে বছরে ২৭ দিন গ্রীষ্মকালীন ছুটি রয়েছে। সাধারণত গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলাকালে কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা হয়। তাই ছাত্ররা ছুটি উপভোগ করলেও শিক্ষকরা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই ২৭ দিন অর্জিত ছুটি হিসাবে গণ্য করার দাবি জানান কলেজ শিক্ষকরা। কিন্তু স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষকরা এর বিরোধিতা করেছেন। স্কুলের শিক্ষকরা বলেন, এতে কলেজ শিক্ষকরা লাভবান হলেও স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের ক্ষতি হবে। তাঁরা যুক্তি দেন যে, স্কুলের বাচ্চাদের জন্য বিদ্যমান গ্রীষ্মকালীন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি খুবই প্রয়োজন। তারা ছুটিতে দাদা বা নানাবাড়ি বেড়াতে যায় এবং মূলত এসব ছুটি বিনোদন হিসাবে তারা উপভোগ করে। স্কুল শিক্ষকরা স্কুলের ছুটি কমানোর ব্যাপারে বিরোধিতা করেন এবং শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় নেন। কারিগরি শিক্ষকরা সরাসরি ছুটি কমানোর বিরোধিতা করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ রফিকুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ, নায়েম-এর ডিজি প্রফেসর মোঃ খলিলুর রহমান, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী এবং অবসরভাতা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ এম. শরীফুল ইসলাম, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক র, উ জাহিদ, মনিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সবদর আলী প্রমুখ।

সভা সম্পর্কে শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসাবে খ্যাত শিক্ষা বিভাগকে নন-ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট করা এবং শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি চালুর জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাক্ট আওয়ার বাড়বে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম. শরীফুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকরা লাভবান হলে এবং অর্জিত ছুটি চালু হলে কিছু ছুটি কমালেও ক্ষতি নেই। তিনি বলেন, সাপ্তাহিক ছুটি, সরকারী ছুটি এবং হরতালসহ নানা ছোটখাটো কারণেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। কিছু ছুটি কমিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যদি শিক্ষকরা পাঠদান করেন এবং অর্জিত ছুটি পান তা উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন বলেন, সমিতির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে অর্জিত ছুটি চালুর দাবি জানানো হচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষায় পাস করা অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা ৩৩ দিন অর্জিত ছুটি পেলেও সরকারী শিক্ষকরা তা পান না। সরকার এই অর্জিত ছুটি কিভাবে দেবে সেই আলোচনা শুরু হয়েছে এবং কিছু ছোটখাটো ছুটি বাতিল বা ঐচ্ছিক করে এই অর্জিত ছুটি দিলেও শিক্ষকরা সেটিকে স্বাগত জানাবে।